তারিখ 28 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

সংবাদ

ধুনট মহিলা ডিগ্রি কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার পার্শ্ববর্তী ধুনট মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ এসএম জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাত এবং স্বেচ্ছাচারমূলক আচরনের অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি কলেজের ৩২ জন শিক্ষক কর্মচারী কলেজের সভাপতি বরাবর লিখিতভাবে এই অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের কপি বগুড়া ৫ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, বগুড়ার জেলা প্রশসকসহ বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রীদের কাছ থেকে উপবৃত্তি ফরম বাবদ জনপ্রতি ১০০ টাকা এবং উপবৃত্তি প্রদানের নামে ৩০০ থেকে ৪০০ আদায় করা হলেও কলেজে তার কোন হিসেব নেই। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীতে ২০১৭/২০১৮ শিক্ষা বর্ষের ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি ও রেজিষ্ট্রেশন বাবদ কলেজের তহবিল থেকে সম্পুর্ন টাকা ব্যয় করার জন্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে রেজুলেশন করা হলেও প্রিন্সিপাল কলেজের তহবিল থেকে টাকা উত্তোলন করার পরও আবার ছাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ১৫০ টাকা আদায় করে যার কোন হিসাব কলেজে নেই। তিনি সরকারী নিয়মনীতি বর্হিভূত ভাবে ছাত্রীদের প্রবেশপত্র বাবদ ১৫০ টাকা,মার্কসীট ও সনদপত্র বাবদ জনপ্রতি ৩০০ টাকা আদায় করেছেন। কলেজের পুরাতন ঘর পুনঃনির্মানের জন্য উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হলেও তিনি নিজেই একক স্বাক্ষরে খরচের বিল ভাউচার পাশ করিয়ে নিয়েছেন। কলেজের পুরাতন ঢেউটিন একক সিদ্ধান্তে বিক্রির পর সম্পূর্ন টাকা তিনি আত্মসাত করেছেন। তিনি কলেজের শেখ রাসের ডিজিটাল ল্যাবের ৩ টি ল্যাপটব, ১ টি প্রিন্টার, ১ টি স্ক্যানার সহ অন্যান্য সামগ্রী তার বাড়ীতে নিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করছেন। তিনি কলেজে যোগদান করার পর থেকেই কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী এবং ছাত্রীদের সাথে অসৌজন্য মূলক আচরন করে আসছেন। এ ব্যাপারে ধুনট মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ এস এম জিয়াউল হকের সাথে তার মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি এ ধরনের অভিযোগের কথা অস্বীকার করে বলেন যে, তার বিরূদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করেছে বলে তার জানা নেই। তিনি অভিযোগের ব্যাপারে কলেজ গভনিং বডির সভাপতির সাথে কথা বলার পরামর্শ দেন। কলেজ গভনিং বডির সভাপতির মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলেও তার ফোনে কোন সংযোগ পাওয়া যায়নি। তবে কলেজের শিক্ষক মোঃ শহিদুল ইসলামের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে বলেন অভিযোগ পাওয়ার পর কলেজ গভনিং বডির সভাপতি গত ১৮ অক্টোবর কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ে কলেজে একটি সভা করেন। সভায় কলেজের প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দূনীতি, অর্থআত্মআত এবং স্বেচ্ছাচার মূলক আচরনের অভিযোগগুলো তদন্ড করার জন্য একটি তদন্ড কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ড়গ্রহন করা হয়েছে বলে তিনি জানান।